বুড়া বাটপার, আবদুল গাফ্ফার!

কর্ণফুলীর আক্ষেপ

নিউইয়র্কে উদীচীর দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে লন্ডন প্রবাসী কলামিস্ট ও একুশের গানের রচয়িতা আব্দুল গাফফার চৌধুরীর (আঃগাঃচৌঃ) বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনামূলক বক্তব্য নিয়ে কম্যুনিটিতে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। গত ২৫ আগস্ট নিউইয়র্ক সিটির এস্টোরিয়ায় একটি পাবলিক স্কুল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বক্তৃতাকালে গাফফার চৌধুরী বলেছেন, 'বাংলাদেশের সকল সমস্যার মূলে কলুষিত সেনাবাহিনী। বর্তমান সময়ের দাবি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সশ্রস্ত্র সংগ্রাম, গেরিলা যুদ্ধ ছাড়া সেনাবাহিনীকে ক্ষমতা থেকে সরানো যাবে না, বাংলাদেশের সেনাবাহিনী দেশপ্রেম বিক্রি করতে পারে, এরা সব হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত, সেনাসমর্থিত সরকার হচ্ছে বর্গী এবং ডাকাতের চেয়েও জঘন্য'। আ:গা:চৌ'র এ বক্তব্য নিউইয়র্ক থেকে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রায় সবকটি পত্রিকাতেই ছাপা হওয়ার পর কম্যুনিটিতে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। আ:গা:চৌ'র এহেন বক্তব্যে কম্যুনিটির অনেকে বিস্ময়ে হতবাক হয়েছেন। সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে এমন বক্তব্য দেয়ার নেপথ্যে অন্য কোনও দেশের মদদ রয়েছে কিনা, সে সন্দেহও পোষণ করেছেন কেউ কেউ। বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর ইমেজকে ধ্বংসের মাধ্যমে স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে বিকিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্তদের পক্ষেই কেবল এমন উষ্কানিমূলক বক্তব্য দেয়া সম্ভব বলে প্রবাসীদের অনেকে বার্তা সংস্থা এনার কাছে মন্তব্য করেছেন।

"আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো ২১শে ফেব্রুয়ারী, আমি কি তোকে না পিটায়ে পারি?" বিশ্ব-ধড়িবাজ গাফ্ফার ভাইয়ের কথা বিশ্বাস করস না কেন? দীর্ঘদিন পরে এবার যখন ঢাকায় এসেছিল তখন রাতে তাকে সন্ধ্যামালতি 'সাপ্লাই' দেসনি কেন? 'ভায়াগ্রা' সাপ্লাই দেসনি কেন? জানস না মাল খেলে তার মাথা ঠান্ডা থাকে,ঐ কলম দুইটাও চলে ঠিক মত? মার শা-লা-রে

একমাত্র ইশ্বরই জানেন কোন কুক্ষনে তিনি এই চরিত্রহীন, মাতাল, ব্যাভিচারী ও সুযোগসন্ধানী খাম্বাওয়ালার (কলামিষ্ট) হাত দিয়ে কালজয়ী সেই কবিতাটি লিখিয়েছিলেন। দেশ ও জাতি দীর্ঘদিনের জমাটবাঁধা পঁচা দুর্গন্ধ ভাগাড় পরিষ্কারে যখন দৃঢ় সংকল্প

ভাইসব, আপনারা আমাকে আমন্ত্রণ করে এখানে এনেছেন, কথা বলবো, অসুবিধা নেই, কিন্তু আমার ক্লান্ত দেহকে শ্রান্ত করার জন্যে রাতে কি ব্যাবস্থা করছেন সেটা বলেন। মাল ছাড়া এবার আমার মাথা গরম হয়ে আছে। লাঠিতে ভর দিয়ে চলি বলে আমাকে 'আসল' কাজে তত নরম মনে করবেন না। জ্যাকসন হাইটে এবার যে ভক্ত বর্গির বাড়ীতে আমি উঠেছি সে গুরু সেবা জানেনা। ভক্ত বর্গির মেয়েটা এখনো 'কচি', আর বউটাও দেখতে খাসা 'মুর্গি'। ভক্ত 'বর্গি' বুঝেনা যে তুরস্কের বন্দি বিদ্রোহী কুর্দী নেতা আবদুল্লাহ ওরছালানের মত আমিও 'কচি মালে' বিশ্বাসি। ২০০৫ সনে সিডনীতে যখন বক্তৃতা দিতে গেছিলাম তখন সাথে 'মাল' ছিল। মেয়ে ও জামাইতুল্য গবিতা ও গারবেজ তাদের সন্তানদের নিয়ে যে 'পবিত্র' ঘরে ওরা বসবাস করে সেঘরেই সাথে নিয়ে আসা 'মাল' নিয়ে ওরা আমাকে লীলা করতে দিয়েছিল। এবার আমি বড় উপাস, আমার মাথা খারাপ হলে আমি ডাকাতের চেয়েও বেশি হিংস্র হয়ে যাই।

ও নিবেদিত তখন স্ত্রীর চিকিৎসার সুযোগে সত্তুর-দশকের মধ্যভাগে স্বেচ্ছা প্রবাসী খাম্বাওয়ালা এই আঃগাঃচৌঃ কি উদ্দেশ্যে বিদেশের মাটিতে বসে দেশের বর্তমান সংস্কার পদ্ধতি নস্যাৎ করার চক্রান্ত করছেন তা রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ অনেকেই বুঝেছেন। যারা ব্যক্তিগতভাবে তাকে চেনেন ও কাছ থেকে দেখেছেন তারা নিশ্চয় জানেন অতিত জীবনে 'সাংবাদিকতার' নামে পুর্ব পাকিস্তানে কত কেলেঙ্কারী তিনি করেছিলেন। যে পত্রিকার 'পেরোলে' অর্ন্তভুক্ত ছিলেন অর্থাৎ যার বেতন খেয়ে তিনি চলতেন ছাপাখানার কাজ শেষ করে রাতে বাড়ী ফেরার পথে প্রতিদ্বন্দি অন্য পত্রিকাকে অর্থের বিনিময়ে গোপনে তার পত্রিকার 'এক্সক্লুসীভ রিপোর্ট'গুলো পাচার করে দিতেন। আসল নামে এক পত্রিকায় প্রতিবেদন লিখে বেনামে অন্য পত্রিকায় তার প্রতিবাদ দিতেন এই ধড়িবাজ আ:গা:চৌ। পেশাগত জীবনে যার কোন নৈতিক চরিত্র ছিলনা, যিনি সাংসারীক জীবনে একজন ব্যার্থ পিতা ও অবিশ্বস্থ স্বামী তার মনের খবর জানে একমাত্র অর্ন্তজামী। পুরু কাঁচের আড়ালে ছানিপড়া ও মৃত মাংসপিন্ডবৎ অশিতীপর জ্ঞানপাপী এই বৃদ্ধটিকে এখনো সন্ধ্যামালতীদের খোঁজে তথাকথিত গনতন্ত্র ও দেশপ্রেমী নিম্নশ্রেণীর কিছু প্রবাসী শিষ্য সিডনী, লন্ডন, নিউইয়র্ক, প্যারিস সহ পাশ্চাত্য সভ্যতার বিভিন্ন শহরে 'লালবাত্তি-ওয়ালা' বিশেষস্থান গুলোতে রাতে নিয়ে যায়। শুভ্র ধবল 'ব্লন্ডি'তে তার চরম কামনা থাকলেও ভাষাগত সমস্যার কারনে বারবার ঐ মৃগয়ায় গিয়ে তিনি ব্যার্থ হয়েছেন অগত্যা নিজ মার্তৃভাষার ভগ্নিদের নিয়েই তাকে এখন তুষ্ট থাকতে হয়।

বৃটিশ সরকারের দেয়া হাউজিং এর বাড়ী ও ভাতা খেয়েও আশির দশকের মধ্যাবদি গোপনে রাতে লন্ডনে ঝাড়ুদারের কাজ থেকে শুরু করে সকল ধরনের কর্মই তিনি করেছিলেন। স্ত্রীর অসুস্থতা ও পারিবারিক দৈনতা দেখিয়ে 'হাওলাত' এর নামে প্রবাসী অনেক নিরীহ বাংলাদেশীর পকেট তিনি হাতিয়েছিলেন। আবেগের মায়াজালে ভিমরী খাওয়া যেকোন দেশপ্রেমী তরুন গাফ্ফারকে তার এ্যাজওয়ার রোডের বাড়ীতে দেখতে গেলে উদ্বোধনী সঙ্গিতের মত প্রথমেই তিনি তার ঝাঁঝরা গলায় 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী ' গানটি শুনিয়ে ভক্তকে মুগ্ধ করতে চেষ্টা করতেন এবং কোন এক আবেগঘন মুহুর্তে চট করে ভক্তের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিতেন। ইংরেজিতে বোবা, বাংলা উচ্চারন দোষে দুষ্ট ও নারীকন্ঠি এই আ:গা:চৌ প্রবাসী কলামিষ্ট হিসেবে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বি না হওয়া পর্যন্ত লন্ডনে এমন কোন পরিচিত বাংলাদেশী বাদ ছিলনা যার কাছ থেকে তিনি কখনো 'হাওলাত' নেননি বা হাত পাতেননি।

স্মরন করা যায় যে উপসাগরীয় যুদ্ধকালীন ১৯৯১ সনের ২ এপ্রিল বৃটিশ এ্যায়ারওয়েজের একটি জাম্বো জেট বিমান বোম্বে থেকে উড়াল পথে মাত্র স্বল্প ব্যাবধানে 'বিশেষ কারনে' বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে অবতরন করতে বাধ্য হয়েছিল। অতপর যাত্রীদের মাঝে আতঙ্ক ছড়ানোর সন্দেহে কর্ণফুলী সম্পাদক সহ আরো তিনজন 'মুসলিম' তরুন/তরুনীকে হিথ্রো বিমানবন্দর থেকে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড গোয়েন্দাবাহিনী দু'দিনের জন্যে আটক করেন। উক্ত দুর্ঘটনা থেকে পরিত্রান পরপরই কিছু 'উপদেশ' নেয়ার জন্যে একই মাসে কর্ণফুলী সম্পাদক তার একজন সিনিয়র ভাইকে (মান্না হক, শেখ মুজিবের ব্যক্তিগত সচিব বাদশা হকের আপন ছোটভাই) সাথে নিয়ে যখন আগাচৌ এর বাড়ীতে যান তখন একই কায়দায় তিনিও সেই 'হাওলাত' ক্যারিকাচারের শিকার হয়েছিলেন। ধার নেয়া পঁঞ্চাশ থেকে চল্লিশ পাউন্ড মান্না হক পরে পরিশোধ করলেও কর্ণফুলী সম্পাদকের দশ পাউন্ড এখনো এই বুড়ো বাটপার আগাচৌ'র পকেটেই সুদে-আসলে পড়ে আছে।

উপমহাসাগর যুদ্ধের পরপরই ১৯৯১ সনের গোড়ার দিকে লন্ডনের পিকাডেলী সার্কাসে সস্ত্রীক কর্ণফুলী সম্পাদক।